ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
বি জে এফ-৮

ট্রেড ইউনিয়ন

ও

কাজের পদ্ধতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

(বি. জে. এফ - ৮)

ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গ্রন্থনায়

কবির আহমদ মজুমদার

প্রকাশনায়:

কল্যাণ প্রকাশনী

(পরিচালনায়-বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন)

৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার

ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮১৭৭

প্রকাশকাল:

মার্চ-২০০৬, চৈত্র-১৪১২, সফর-১৪২৭

ষষ্ঠ প্রকাশ

মে- ২০১৭, বৈশাখ- ১৪২৪, শাবান- ১৪৩৮

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা মাত্র

Trade Union o Kajer Paddati

Published By Kalyan Prokasoni

435, Elephant Rood. Baramogbazar

Dhaka-1217, Phone:8358177

সূচীপত্র

❖ ট্রেড ইউনিয়ন কেন?..........২
❖ ট্রেড ইউনিয়ন কিভাবে?..........২
❖ কিভাবে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রি করতে হয়..........২
❖ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য..........৪
❖ দাওয়াত..........৪
❖ কর্মসূচী..........৫
❖ সংগঠন..........৫
❖ ট্রেড ইউনিয়ন..........৫
❖ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ..........৫
❖ সেবা ও সংস্কার..........৬
❖ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনশক্তির স্তর..........৬
❖ শ্রমিক ময়দানের অবস্থা..........৬
❖ ফেডারেশনের কর্মপন্থা..........৭
❖ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ..........৮
❖ ইউনিট..........৯
❖ ইউনিট গঠন পদ্ধতি..........৯
❖ কর্মী বৈঠক..........১০
❖ কর্মী বৈঠকের কর্মসূচী..........১০
❖ সামষ্ঠিকপাঠ..........১১
❖ পরিচিতি, লিফলেট, দেয়াল লিখন ও পোষ্টারিং..........১১
❖ কোরআন শিক্ষাকেন্দ্র ও গণশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন..........১১
❖ পথসভা, শ্রমিক জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল..........১২
❖ স্বারক লিপি পেশ..........১২
❖ দাওয়াতী ক্যাসেট, ফিল্ম তৈরী ও পরিবেশনা..........১২
❖ সমঝোতার আলোচনা..........১২
❖ ক্লাব, সমিতি, শরীর চর্চা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা..........১৩
❖ ইসলামী ও অন্যান্য দিবস পালন..........১৩
❖ মে দিবস উদযাপন..........১৩
❖ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন..........১৪
❖ সিবিএ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ..........১৪
❖ সেমিনার ও আলোচনা সভা..........১৪
❖ শ্রমিকের কল্যাণও একটি এবাদত..........১৫
❖ তথ্যপঞ্জী..........১৬

প্রাথমিক কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْاُمِّى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

শ্রমজীবি ও পেশাজীবিসমাজকে সভ্যতার কারিগর বলা হয়। আর আধুনিক শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়েছে কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে। এই প্রযুক্তি ও কারিগরির উদ্ভব হয় বস্তুবাদী ও স্বার্থপুজারী ইয়োরোপীয় সভ্যতার গর্ভে। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের শিল্প-সম্পর্ক (Labour Relations) তথা শ্রমিক মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্যে অনুকুল নয়। কারন শিল্পে উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য মালিক শ্রমিক পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সহ- অবস্থান অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে এই শিল্প-শ্রম সম্পর্ক দুঃখ জনকভাবে সাংঘর্ষিক। কারন এখানকার প্রচলিত আইন কানুন পাশ্চ্যাত্যের বাজার অর্থনীতির প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ভিত্তিক। এই সব আইন সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবিদের ধর্মবিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-আচরণ ও অভ্যাসের সাথে খাপ খায়না। ফলে দেশের উন্নয়ন ও উৎপাদন পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

ফেডারেশনের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের একটি গাইড লাইন বা কর্মপদ্ধতি থাকা দরকার। যার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব থেকে অনুভূত হচ্ছিল। কারন এই ফেডারেশন প্রচলিত শিল্প শ্রম আইন, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনকে ইসলামী শ্রমনীতির আলোকে ঢেলে পূন:র্গঠন করতে চায়। তাই এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার। আলহামদু লিল্লাহ- একাজে আমরা ইতিমধ্যে ময়দানে একটি স্বতন্ত্র স্রোতধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি।

ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি' নামের এই বইটি ফেডারেশনের নতুন প্রকাশনা। এতে ময়দানের কতিপয় জরুরী বিষয়াবলী পরিবেশিত হয়েছে। যাতে কর্মী ভাইদের এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃদের চাহিদা মিটাতে সহায়ক হবে ইনশা-আল্লাহ। প্রাজ্ঞ পাঠকের প্রতি গঠনমূলক পরামর্শ দেয়ার অনুরোধ রইল। মেহেরবান আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।।

ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতে কল্যাণ দান কর। (সূরাঃ বাকারা-২০১ আয়াত)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا۔

অত:পর নামাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে (আল্লাহ অনুগ্রহ) জীবিকা অর্জনের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়, এমতাবস্থায় আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর। তাহলে সম্ভবত: তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।
(সূরাঃ জুমুয়া-১০ আয়াত)

"সকল মানুষেরই তাদের বৈষয়িক উন্নতি এবং আত্মোন্নয়নের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার অর্জনের জন্য প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং মর্যাদার জন্য যাবতীয় শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন। যে কোন দেশের দারিদ্র অন্য দেশের উন্নয়নের প্রতি বিপদ স্বরূপ"

'ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা-১৯৪৪ সাল
আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা- আই এল ও'

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলন। এই ফেডারেশন বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রিকৃত। যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-বিজেএফ-৮। বাংলাদেশে কোন মিল কারখানা বা অফিসে রেজিষ্ট্রি না করে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলন করা যায় না। রশিদ ছাড়া চাঁদা আদায় করা যায় না। (শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ -১৯৬৯/ধারা-১১/ক)

ট্রেড ইউনিয়ন কেন?

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় মালিক বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই ইউনিয়ন গঠন করা যায়। শ্রমজীবি পেশাজীবিদের চাকরী ও কাজে অনেক সমস্যা রয়েছে। তারা সময়মত বেতন-মজুরী পায় না এবং তাদের চাকরী স্থায়ী হয় না, বেতন মজুরী এতই কমপায় যা দিয়ে বেঁচে থাকাই দায়। তা ছাড়া যুলুম নির্যাতন, ঘুষ, নানা রকম হয়রানী, কথায় কথায় চাকরী চলে যায়। উপরোক্ত সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগ নিরসন করার জন্য ইউনিয়ন গঠন করা জরুরী।

ট্রেড ইউনিয়ন কিভাবে ?

এমতাবস্থায় সমমনা লোকদের সংঘবদ্ধ হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রি করার জন্য একটা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে একজনকে আহবায়ক করে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে হয়।

কি ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রি করতে হয়

১। কোন কারখানা, প্রতিষ্ঠানে ন্যুনতম ৮ জন শ্রমিক কর্মচারী হলে সেখানে ১টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন করা যায়।

২। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য কারখানায় মোট শ্রমিক/কর্মচারীরা ৩০% 'ডি' ফরম পূরণ করতে হবে।

৩। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর ৬ ধারা মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ-

(ক) শ্রমিকদের মধ্য থেকে একজন আহ্বায়ক হবেন এবং সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

(খ) **সাধারণ সভায় করণীয় কাজঃ-**

(১) ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা।

(২) ইউনিয়নের নামকরণ প্রস্তাব আকারে পাঠ করে অনুমোদন নেয়া।

(৩) গঠনতন্ত্র বা সংবিধান পাঠ করে তা অনুমোদন নেয়া।

(৪) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে রেজিষ্ট্রেশন নেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা।

(গ) **রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্তের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র প্রয়োজন** :-

(১) দরখাস্ত 'বি' ফরমে

(২) দরখাস্তে- ক) ট্রেড ইউনিয়নের নাম, খ) প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ও গ) ইউনিয়ন গঠনের তারিখ

(৩) ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের পদবীসহ তালিকা

(৪) চাঁদাদাতা সদস্যদের তালিকা

(৫) অনুমোদিত সংবিধানের ৩ (তিন) কপি

(৬) যে সভায় সংবিধান অনুমোদিত হয়েছে তার রেজুলেশন কপি

(৭) যে সভায় সভাপতি ও সেক্রেটারীকে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার রেজুলেশনের কপি দিতে হবে

(ঘ) **শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এর ৮ ধারায় যাবতীয় শর্তপূরণ শেষে ৯ ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই সনদই হল ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের দলীল**। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৫টি শ্রম আইন চালু আছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা-আইএলও এর ৩৪টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, আইএলও এর ৮৭ নং কনভেনশন-সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার অধিকার সংরক্ষন সংক্রান্ত এবং ৯৮ নং কনভেশন-সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দর কষাকষি করা সংক্রান্ত কনভেনশন দুইটি উপরোক্ত আইনে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **প্রচলিত অর্থনীতি শিল্প শ্রম ব্যবস্থায় মানুষের চরিত্র ও আচরন নিয়ন্ত্রনের কথা বলেনি। বরং তার প্রকাশিত চরিত্র ও আচরনের**

উপর ভিত্তি করেই নানা তত্ত্ব ও মডেল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছে। ফলে কাংখিত ফল পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী নৈতিকতা ভিত্তিক জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিশ্বাস করে যে শ্রমিক কর্মচারী ও মালিকদের চরিত্র ও আচরণকে ইসলামী মডেল এর ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারলে শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে। বর্তমানে নৈতিকতাহীন একজন মানুষ হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি নৈতিক সদগুণাবলীর ধার ধারে না এবং আখেরাতে জবাবদিহি ও দোজখের আযাবের পরোয়া করে না। অতএব আমরা পেশাজীবি ও শ্রমজীবি লোকদের মধ্যে উপরোক্ত গুনাবলী সম্বলিত লোক সৃষ্টি করার বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশিত পথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক ও শান্তিময় সমাজ কায়েমের চেষ্টা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সফলতা লাভ করা।

দাওয়াত

জীবনের সকল দিক ও বিভাগে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানা ও মহানবী (সাঃ) এর পথে চলা ব্যতীত দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে নাজাত সম্ভব নয়। তাই-

ক. আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) এবং হযরত (সাঃ) কে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসাবে মেনে নিন।

খ. খাঁটি মোমেন হওয়ার জন্যে চিন্তা, কথা ও কাজের গরমিল ত্যাগ করুন।

গ. শিল্প কারখানাসহ সমাজের সকল স্তর থেকে অসৎ, অযোগ্য ও চরিত্রহীন নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন। বঞ্চিত মেহনতী জনতার দাবী আদায় ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান করুন।

কর্মসূচী

বিশৃংখলা সৃষ্টি ও সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান এবং মেহনতী সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন কখনও হয়নি, সম্ভবও নয়। এ জন্যে প্রয়োজন এক অনুগত, আদর্শবাদী ও ত্যাগী কর্মী বাহিনীর। সঠিক কর্মসূচী ছাড়া শুধু নিবেদিত কর্মী বাহিনী দ্বারাই অধিকার আদায় সম্ভব নয়।

১. সংগঠন

(ক) শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করে প্রাথমিক সদস্য বানানো।

(খ) এসব সদস্যদেরকে পর্যায়ক্রমে কর্মীরূপে গড়ে তোলা ও ইউনিট কায়েম করা।

(গ) শ্রমিক সমাজের মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের অবিরাম চেষ্টা চালানো।

(ঘ) শ্রমিকদের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলা।

২. ট্রেড ইউনিয়ন

ক. শ্রমিকদের জন্যে আইনের সাহায্য সহজলভ্য করা।

খ. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সুপারিশ ও কনভেনশন প্রয়োগের চেষ্টা করা।

গ. অনুমোদিত ইউনিয়নগুলোর সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে উৎপাদন বৃদ্ধির মনোভাব সৃষ্টি করা।

ঘ. ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও বাকস্বাধীনতা, সংগঠন, সমাবেশ এবং ধর্মঘটের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

ঙ. চাকরীর অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা।

চ. দ্রব্যমূল্যের সাথে মিল রেখে মজুরী প্রদান ও ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা।

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দান এবং ইসলামের সাধারণ জ্ঞান দান ও চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা।

৪. সেবা ও সংস্কার

অসহায়, রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থ শ্রমিকদের সেবা ও সাহায্য দান এবং দেশের সার্বিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সৎ, খোদাভীরু ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনশক্তির স্তর

ইউনিট, অঞ্চল, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শাখা সংগঠন নিয়ে কেন্দ্রীয় ফেডারেশন গঠিত। সংগঠনের জনশক্তির চারটি স্তর-

(ক) **সাধারণ সদস্য ঃ** ফেডারেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সাথে একমত হয়ে যারা সদস্য ফরম পুরণ করে তারা সাধারণ সদস্য ভুক্ত হয়।

(খ) **সক্রিয় সমর্থক ঃ** কর্মীদের চারটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি কাজ করলেই সক্রিয় সমর্থক হয়।

(গ) **কর্মীঃ** ১. নিয়মিত বৈঠকাদিতে যোগদান, ২. ইসলামী কাজের রিপোর্ট প্রদান,

৩. ফেডারেশনে সাধ্যমত অর্থ দান, ৪. দাওয়াতী কাজ করা - এ চারটি কাজ করলে কর্মী হয়।

(ঘ) **রুকন ঃ** আল্লাহর কাছে জান ও মাল বিক্রি করার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে রুকন হতে হয়।

শ্রমিক ময়দানের অবস্থাঃ -

বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি ও শিল্প-শ্রমনীতি Laissez Faire- অবাধ ব্যক্তি মালিকানা ও Free Market Economy - খোলা বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে চালু আছে। যার ফলে দেশের সমুদয় সম্পদের ৭০% এর মালিক ০৫% ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা। এমতাবস্থায় প্রচলিত শ্রম আইন প্রধানত: মালিকের স্বার্থই হেফাজত করে। এইজন্যে আমাদের দেশের মালিক শ্রমিক সম্পর্ক (Labour Relations) প্রভু-ভৃত্য (Master-Servant) সম্পর্ক ভিত্তিক। শিল্প সেক্টরে জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণীর আমলা, কর্মকর্তা, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক নেতার দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজী, অযোগ্যতা ও অদক্ষতা হেতু লসের পর

লস্ হয়ে একেরপর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মচারী চাকরী হারিয়ে বেকার হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের লেবার ফোর্স সার্ভে ২০০৫ এ বাংলাদেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৬ কোটি ৬০ লাখ। যাদের ৫০% পরিবার ভূমিহীন অথচ মোট ৪০% ভূমির মালিক শুধুমাত্র ০৬% জোতদার ধনী লোকেরা। কমপক্ষে ৩ কোটি শ্রমিক বেকার। দেশে শ্রম আইন থাকলেও তা কাজির গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নেই প্রবাদ বাক্যের মত। শ্রম অধিদপ্তর ও ফ্যাক্টরী পরিদর্শক অধিদপ্তর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত-আকণ্ঠ দুনীতিগ্রস্থ। বর্তমানে শ্রমিকদের ৩৪টি জাতীয় ফেডারেশন, ৬ হাজার ট্রেড ইউনিয়ন এবং ২২ লাখ সদস্য রয়েছে। যদ্বারা শুধুমাত্র ১৫% শ্রমিকই ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ পায়। বর্তমানে প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী হবার সুবাদে শ্রমিকদের মধ্যে এরা (Survival of the fittest) 'সবলেরই বেঁচে থাকার অধিকার' হিসেবে শ্রমিক স্বার্থের পরিবর্তে নিজের ভাগ্য গড়ায় ব্যস্ত। তাই শ্রমিক ও সাধারণ লোকেরা তাদেরকে শ্রমিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বাস করে না।

তাই প্রচলিত এই Master-Servant প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ককে ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে هُم اَخُوْكُمْ جَعَلَ هُمُ اللهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعِمْهُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ "তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাই তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাদের কে তা পরতে দিবে"। (বোখারী, কিতাবুল ঈমান) ভিত্তিক গড়ে তুলতে হবে।

ফেডারেশনের কর্মপন্থা ঃ -

এমতাবস্থায় আমাদের সুচিন্তিত মত হলো- প্রতিষ্ঠান, কারখানা, অফিস আদালত নির্বিশেষে যে কোন স্থানে যে কোন কাজের জবাবদিহিতা শুধু দুনিয়ায় সীমিত না রেখে ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ আখেরাতে অবশ্যই জবাব দিতে হবে এই মানসিকতা ও চরিত্রবান কর্মীই কাম্য। কেবলমাত্র বৈষয়িক জ্ঞান ও যোগ্যতার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা যাবে না।

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَআল্লাহ তা'আলা কোরআন হাকিমে একে

'সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ' বলে عَنِ الْمُنْكَرْ অভিহিত করেছেন। আমাদের কর্মপন্থায় লোকদের মনমগজ চরিত্র গঠন ও কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ-

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ ঃ -

শ্রমিক কর্মচারীদের চাকুরীজীবনে কর্মশালা (Workshop) বা প্রশিক্ষণ (Training) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের পদোন্নতি (Promotion) ও বেতনবৃদ্ধি (Increment) এর গুরুত্বপূর্ণ সোপান।

এই জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিচালকের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ সকল বিভাগীয় সদরে 'শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন' (Industrial Relations Institution) রয়েছে। এখানে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রমিক কর্মচারীদের মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া সরকারী, রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা, বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে সরকারী ভাবে এবং বেসরকারীভাবে অসংখ্য টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল স্কুল ও কলেজ চালু রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা- আইএলও ১৯৬০ সনে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত আন্ত র্জাতিক শ্রম ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ১৯৬৫ সন থেকে তুরিণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কর্মীদের ইউনিয়ন গঠন, দাবীনামা পেশ, দরকষাকষি, কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দানসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান ও প্রশিক্ষণের জন্যে ৩ ঘন্টা, ৬ ঘন্টা, ১২ ঘন্টা, সপ্তাহ মেয়াদী কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কোর্স করে। ইসলামে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণকে ফরজ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যে ওহি নিয়ে আসেন তা হল-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمْ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পাঠ কর আর তোমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের নামে যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' (আয়াত ১-৫ সুরা-আলাক), রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন -

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَاةٌ

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর ফরজ- (বোখারী শরীফ)। উপরে উদ্ধৃত কোরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জন করা ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলামে জ্ঞানার্জন, শিক্ষা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে সহজে বুঝা যায়। বর্তমানে মুসলমানেরা জ্ঞান ও টেকনিক্যাল বিদ্যায় পিছিয়ে রয়েছে বলে এত দূর্গতি।

ইউনিটঃ লোক সংগ্রহ ও কর্মী সৃষ্টির জন্য ইউনিটই হচ্ছে মূল সাংগঠনিক কেন্দ্র। উপজিলা, ইউনিয়ন, মিলকারখানা, মিলএলাকা, শিফট, বিল্ডিং এবং কলোনীতে পেশাজীবি ও শ্রমজীবিদের ছোট ছোট এলাকাকে কেন্দ্র করে তিন বা তার অধিক কর্মী নিয়ে ইউনিট গঠিত হয়। ইউনিটে একজন পরিচালক থাকেন। ফেডারেশনের বক্তব্য শ্রমজীবি ও পেশাজীবির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং চারদফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ পালন করাই এই ইউনিটগুলোর কাজ। কাজের সম্প্রসারণ, কর্মীগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধি ও নতুন নতুন ইউনিট গঠনের উপরই নির্ভর করে ফেডারেশনের কাজের সম্প্রসারণ শক্তিবৃদ্ধি।

ইউনিট গঠন পদ্ধতি ঃ ইউনিট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইউনিট গঠনের কাজটি এভাবে হতে পারে।

ক) উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল অথবা পার্শ্ববর্তী ইউনিটের কোন কর্মী যেখানে ফেডারেশনের কাজ নেই সে এলাকার কোন সচেতন, নেককার, কর্মপাগল বা শিক্ষিত ব্যক্তিকে টার্গেট নিয়ে, বই পত্র পড়িয়ে ও সাহচার্য দিয়ে কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন। উক্ত কর্মীর মাধ্যমে আরো কিছু লোককে বই পত্র পড়িয়ে কিছুটা তৈরী করে তাদের মধ্য থেকে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি করে একটা ইউনিট গড়ে তোলা যায়। কতিপয় ব্যক্তি প্রাথমিক সদস্য পূরণ করলে তাদেরকে স্থানীয়ভাবে প্রতি সপ্তাহে একবার

বসা, বই পত্র পড়াশুনা করা, প্রত্যেকের নিকট থেকে কিছু কিছু সাহায্য নিয়ে একটি ফান্ড সংগ্রহ করা ও তা থেকেই বই কেনা ইত্যাদি কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। উক্ত প্রাথমিক সদস্যদের মধ্য থেকে টার্গেট নিয়ে কর্মী তৈরী করেও একটি নতুন ইউনিট গঠন করা যায়।

ইউনিট গঠনের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে একজন সক্রিয় সংগঠক পাওয়া একান্তভাবে জরুরী। সাধারণতঃ মিল, আবাসিক এলাকা, বাজার কেন্দ্রিক ইউনিট গঠন সহজ। গ্রাম ও পাড়া ভিত্তিক বা মসজিদ কেন্দ্রিক ইউনিটও গঠন করা যেতে পারে।

কর্মী বৈঠকঃ প্রত্যেক ইউনিটে প্রতি মাসে দুটি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিট সভাপতি কর্মী বৈঠক পরিচালনা করবেন। উক্ত কর্মী সভায় সকল কর্মীকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইউনিট ভিত্তিক কর্মী বৈঠক যথাযথভাবে হওয়ার উপরই মূলতঃ ফেডারেশনের অগ্রগতি নির্ভর করে। অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কর্মী বৈঠক দুটি করতে হবে। বিনা অনুমতিতে কোন কর্মী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না।

সংগঠনের যাবতীয় কাজকর্ম কর্মী বৈঠকের ফয়সালা মোতাবেক হওয়া দরকার। কর্মী বৈঠকেই পরবর্তী বৈঠকের কর্মসূচী তৈরী করে সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরকে যথারীতি কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনীয় কর্ম বন্টনের কাজও কর্মী বৈঠকেই করতে হয়।

ইউনিট সভাপতিকে কর্মী বৈঠকের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও তৎপর থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কর্মী বৈঠক না হওয়া ঠিক নয়। যথারীতি কর্মী বৈঠক না হলে তাদের মধ্যে ঢিলেমি সৃষ্টি হয়। শরিয়তে গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবেনা।

কর্মী বৈঠকের কর্মসূচী ঃ-

- ❖ দারসে কোরআন/দারসে হাদিস
- ❖ ব্যক্তিগত রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা
- ❖ শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা
- ❖ বিগত মাসের কাজের পর্যালোচনা (ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক)
- ❖ চলতি মাসের পরিকল্পনা
- ❖ শেষ কথা ও দোয়া

❖ **সামষ্টিক পাঠঃ** একা একা বই পড়ে অনেক সময় অনেক কিছু বুঝা যায় না। এ ছাড়া কোন কিছুর গভীরে যেতে হলে পরস্পরের আলোচনা প্রয়োজন। এ জন্যই সামষ্টিক পাঠের আয়োজন করতে হয়। কোন একটি-বই এর অংশ বিশেষ, একটি শিক্ষণীয় প্রবন্ধ, কুরআনের একটি বা দুইটি আয়াত, একটি হাদিস ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের উপর সামষ্টিক পাঠ হতে পার। শ্রম আইনের কোন জরুরী বিষয়ও হতে পারে। এতে একজন পরিচালক থাকবেন। ৭ থেকে ১০ জন সদস্য থাকবেন। পরিচালকের নির্দেশে একজন পাঠ করবেন এবং অপর সকলে শুনবেন। অংশ বিশেষ পাঠ হয়ে গেলে কে কতটুকু বুঝলো আলোচনা করবেন। পরিচালক সামষ্টিক পাঠকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করবেন। এভাবে চক্রাকারে কিছু পড়ার নামই সামষ্টিক পাঠ। সামষ্টিক পাঠ এক ঘন্টার বেশী স্থায়ী হওয়া ঠিক নয়।

❖ **পরিচিতি, লিফলেট, দেয়াল লিখন ও পোষ্টারিং**

❖ পরিচিতি বিতরণের কাজ নিয়মিত হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত, মাসিক সাধারণ সভা ইত্যাদি করার সময়ে পরিচিতি বিতরণ ফলপ্রসু হয়। এ ছাড়া কোথাও কর্তৃপক্ষ বা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ, সিবিএ নির্বাচন শ্রমিক সমস্যা ইত্যাদি প্রয়োজনে লিফলেট, পোষ্টার দেয়াল লিখন হতে পারে।

❖ **কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র ও গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনঃ** শিশু ও বয়স্ক সহ সর্বস্তরের জনগণকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে খুবই কম। যা আছে তা খুবই দূর্বল। এ কারণে সংগঠনকে দ্বিমূখী তৎপরতা চালাতে হবে। ফেডারেশনের সকল পর্যায়ের জনশক্তিকে নিরক্ষরতামুক্ত করা ও কোরআন তেলাওয়াত শিখানো একান্ত প্রয়োজন।

(ক) প্রতিষ্ঠিত মক্তব, মাদ্রাসা, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, স্কুল ইত্যাদিতে নিজস্ব প্রভাব সৃষ্টি করে মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করা।

(খ) নিজেদের উদ্যোগে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা কেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি চালু করার পদক্ষেপ নেয়া। অবশ্য এলাকার সাংগঠনিক শক্তির অনুপাতে এ কাজগুলো হাতে নেওয়া উচিৎ।

❖ **পথসভা, শ্রমিক জমায়েত, মিছিল, শ্রমিক বিক্ষোভঃ** দাবী আদায়ে শ্রমিকদেরকে সচেতন করা, অন্যায় জুলুমের প্রতিরোধ সৃষ্টি করা, ক্ষমতাসীন মহলের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য অবস্থান, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে পথ-সভা, শ্রমিক জমায়েত, মিছিল, গেইট মিটিং, জনসভা ও বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নিয়ম শৃংখলা মেনে চলেই এ কাজগুলো করা হয়।

❖ **স্মারক লিপি পেশঃ** ফেডারেশন নীতিগত ভাবে গঠনমূলক আন্দোলন করে। সমস্যা যেমন তুলে ধরে তেমন সমাধানও পেশ করে। অযথা হৈ চৈ বাধানোর চেয়ে কাজ আদায় করাই ফেডারেশনের নিকট পছন্দনীয়। এ জন্য প্রতিষ্ঠান, কারখানার সমস্যা ও তার সমাধানের দিক নির্দেশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি খুবই স্পষ্ট, মার্জিত ও সরল ভাষায় হওয়া দরকার। কোথায়ও স্মারকলিপি পেশ করতে হলে কোন ইউনিয়ন, কোন সমস্যা বা শ্রম বিরোধ মীমাংসার জন্য তা পূর্বাহ্নে উর্দ্ধতন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে নেবে।

❖ **দাওয়াতী ক্যাসেট, ফিল্ম তৈরী ও পরিবেশনাঃ** সাধারণ মানুষ শ্রমজীবি লোকজন কোন কর্মজীবি বা শ্রমজীবির বাস্তবধর্মী জীবনচিত্র অবলম্বনে শিক্ষামূলক, আকর্ষণীয় ফিল্ম কমশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যে দাওয়াতী কাজে সাড়াজাগায় ফিল্মের প্রতি মানুষের সহজাত আগ্রহকে এভাবে দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া স্লাইড শো, চার্ট, রসুলে করীম (সঃ)-এর শিক্ষা ও জীবনী এবং ইসলামের ইতিহাসের উপর প্রদর্শনী ও পুস্তক প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াতী কাজের সুযোগ নেয়া প্রয়োজন।

❖ **সমঝোতার আলোচনাঃ** যে কোন প্রতিষ্ঠান-কারখানায় মালিক শ্রমিক একে অন্যের পরিপূরক ও সহযোগী। চাকরী, কাজ, পদোন্নতি, বেতন-মজুরী বৃদ্ধি, স্বজনপ্রীতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য হতেই পারে। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থাকলে তা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে অনায়াসে যে কোন শ্রমবিরোধ (Labour Dispute) বা দ্বন্ধ মীমাংসা হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক উভয় পক্ষ ন্যায় ও সুবিচারমলক মানসিকতা ও আচরণ অবলম্বন করবেন। এই

বিষয়ে পবিত্র আল কোরআনের একাধিক জায়গায় পারস্পরিক বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মীসাংসা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا - فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الأُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِى تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللهِ فَاِنْ فَائَتْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا - اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ - اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

"আর যদি মুমিনদের মধ্য থেকে দুটিদল দ্বন্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবে; অতঃপর তাদের একদল অপরদলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করলে তোমরা সীমালংঘনকারী দলের সাথে লড়াই কর, যতক্ষন না সেই দলটি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে। অত:পর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনছাফ কর আল্লাহ তো ইনছাফকারী লোকদের পছন্দ করেন। মুমিনরাতো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পূর্ণগঠিত করে দাও। আর আল্লাহকে ভয়কর। খুবই আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (সূরা হুজরাত: ৯-১০ আয়াত)

ক্লাব, সমিতি ও শরীর চর্চা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনাঃ দেশের শ্রমজীবি যুব সমাজকে আমাদের আন্দোলনে উৎসাহী করার জন্যে এ কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা অবসর সময়ে এগুলোই করে বেড়ায়। অথচ এগুলোতে আমাদের কোন প্রভাব নেই। অতএব এলাকার ক্লাব, সমিতি, শরীর চর্চা কেন্দ্রগুলোতে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর সুযোগ ও সামর্থ্য হলে এলাকার যুবকদেরকে নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে ক্লাব, সমিতি ও শরীর চর্চা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে।

- **ইসলামী ও অন্যান্য দিবস পালন**
- **মে দিবস উদযাপন ঃ -**

১ মে দিবসকে (International Labour Day- আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস)

শ্রমিক দিবস হিসেবে উদযাপন করা -

অধিক উৎপাদন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১মে, মে দিবস একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। বাংলাদেশে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। ১৮৮৬ সনে শ্রমজীবিদের দাবিছিল ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম এবং ৮ঘন্টা বিনোদন ও সামাজিক কাজ করার। তাই শ্রমিক আন্দোলনের মাইলফলক ১মে বিজয়ের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

❖ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র মোতাবিক প্রতি দুই বছর অন্তর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলন কেন্দ্র, বিভাগ, জিলা ও উপজিলা পর্যন্ত করা হয়।

❖ **সিবিএ নির্বাচনে অংশ গ্রহণঃ**

প্রতিষ্ঠান/কারখানায় প্রতি দুই বছর অন্তর সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে রেজিষ্ট্রার্ড ইউনিয়ন থেকে অংশ গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনে নাম্বার/প্যানেল বা একা একা অংশ গ্রহণ করা যায়। নির্বাচনে বিজয়ীরা দুই বছরের জন্য সিবিএ হিসেবে নির্বাচিত হয়।

সিবিএ নির্বাচনের উপকারিতা -

- মালিক পক্ষের কাছ থেকে শ্রমিকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, মজুরীবৃদ্ধিসহ দাবিদাওয়া আদায় করা যায়।
- কথা ও কাজের মাধ্যমে মালিক বা অন্য কেউ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কাজ করলে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা যায়।
- ইসলামের কল্যাণধর্মী শ্রমনীতির বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়।
- জাতীয় স্বার্থ, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী অপতৎপরতা, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতির, বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- আদর্শের মানে পরীক্ষিত, ত্যাগী, কর্মঠ কর্মীবাহিনী গঠন করা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়।

❖ Works Council এ ভূমিকা পালন

❖ শ্রমিকের বেতন, মজুরী, লভ্যাংশ, বোনাস, পদোন্নতি এবং অন্যান্য আইনানুগ অধিকার আদায়ের জন্য ভূমিকা পালন করে।

সেমিনার ও আলোচনা সভা ঃ ফেডারেশনের দাওয়াতকে বিশেষ শ্রেণী ও পেশার লোকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম,

আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, Work shop কর্মশালা ইত্যাদি করা হয়। সেমিনারে দাওয়াত কর্মসূচীর ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উপর এক বা একাধিক বক্তব্য। বক্তাগণ অবশ্যই চিন্তাশীল ও পরিবেশনায় সুযোগ্য হবেন। সেমিনারে এক বা একাধিক অধিবেশন হবে। এসব প্রোগ্রামে সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ ও ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন। অথবা কোন গণ্য মান্য ব্যক্তিকেও সভাপতি করা যেতে পারে। কোন হলে অথবা অডিটরিয়ামে অথবা লোক সমাগমের কোন ভাল জায়গায় সিম্পোজিয়াম করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এতে বক্তব্য রাখবেন। সিম্পোজিয়াম খুব আকর্ষণীয় ও সুশৃংখল হতে হবে। একে সফল করার জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পোষ্টারিং, দাওয়াতী চিঠি বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দাওয়াত দিতে হবে।

শ্রমিকের কল্যাণ ও একটি এবাদতঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে এবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে। কারণ একাজ শ্রমিক ময়দানে একামাতে দ্বীনেরই কাজ। কোরআন শরীফের সুরা-আল-হাজ্ব এর ৭৮ আয়াতে وَجَاهِدُوا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - 'আল্লাহর পথে জেহাদ কর যেমন জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাচাই করেছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি'। সূরা আছ-ছপ এর ১০ আয়াতে تِجَارَةً- Trade-জীবিকা, পেশা বা ব্যবসা বলা হয়েছে এবং সুরা জুমুয়ার ১০ম আয়াতে রুজি রোজগার, চাকরী বা পেশাকে فَضْلِ اللهِ আল্লাহর অনুগ্রহ বলে এবং আয়াতের শেষাংশে وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا এবং আল্লাহকে বেশী বেশী করে জিকির করার হুকুম প্রদান করা হয়।

সুতরাং শ্রমজীবি ও চাকরী জীবিদের কর্মস্থলের যাবতীয় কার্যাবলী বা আমল আল্লাহর হুকুম মত করা ফরজ।

তথ্য নির্দেশিকা

১। শ্রম ও শিল্প আইন -অধ্যাপক এ এ খান
২। বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইন - নির্মলেন্দুধর
৩। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন?
৪। শ্রমিক মালিক কর্মচারী সম্পর্ক-কার অধিকার কতটুকু -আব্দুল মোমিন চৌধুরী
৫। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা - প্রথম দশক -১৯৭৩-৮৩-আই এল ও ঢাকা
৬। তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন-কবির আহমদ মজুমদার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে জানতে হলে পড়ুন

১. পরিচিতি
২. গঠনতন্ত্র
৩. ইসলামী শ্রমনীতি
৪. শ্রমিকের অধিকার
৫. ইসলামের শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন
৬. শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী (রঃ)
৭. আল কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
৮. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন?
৯. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন
১০. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য
১১. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি

কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫ বড়মগবাজার ঢাকা-১২১৭